দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক উপ- মন্ত্রণালয়
সৌদি আরব

হজ্জের আদবসমূহ

সংকলন

ডঃ হাবিব বিন মা[illegible] আল লুয়াইহাক

অনুবাদ

কিং আব্দুল্লাহ অনুবাদ ও আরবিকরণ ইনস্টিটিউট

(آداب الحج باللغة البنغالية)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

কবুলের সুসংবাদ

সম্মানিত হাজী সাহেব, নিম্নে উল্লেখিত বিষয় সমূহ হচ্ছে হজ্জের আদব। আর আপনি হজ্জের সফরে আছেন। সুতরাং এ সফরের প্রস্তুতি আপনাকে হজ্জের ইচ্ছা পূরণের দিকে চালাচ্ছে,আপনার এ সফর মূলত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য, আর এগুলো কেবল মাত্র আদব নয় বরং এগুলো কবুলের সুসংবাদ ও (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি লাভের আলামত। তাই এসব সুসংবাদদাতা আদবসমূহ আপনি গ্রহণ করুন।

প্রথম আদব
ইখলাস

হাঁ... ইখলাস... সম্মানিত হাজী সাহেব, নিশ্চিত আপনি বাইতুল্লায় গমনকারী, সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে শুদ্ধ করুন, তাঁর কাছে যা আছে তা চাইতে থাকুন ও তাঁর আহ্বানে তালবিয়া পাঠ করুন।এবং সতর্ক থাকুন এত দূরত্ব অতিক্রম করে ও কষ্ট স্বীকার করে আপনার আগমন যেন দুনিয়াবী কোন সম্মান অর্জনের আশা বা পার্থিব কোন লাভ কিংবা কারো থেকে প্রশংসা অর্জনের জন্যে না হয় । আর যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে মনে রাখুন যে, আপনার নাম সৌভাগ্যবান মাকবুল হাজীদের তালিকায় থাকবে না। কিন্তু কিভাবে আপনি এ মহান ইবাদতে সঠিক ইখলাস অর্জন করবেন??

সঠিক ভাবে ইখলাস অর্জন হবে, যদি আপনি এ মহিমান্বিত হজ্জ আদায় করার নিয়তের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকে আপনার মূল লক্ষ্যে পরিণত করুন। এবং তাঁর ভালবাসায় হৃদয়কে পরিপূর্ণ করুন। আর দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যের প্রতি ফিরে তাকাবেন না, বরং আপনার মাঝে থাকবে আল্লাহ্র আহবানের সাড়ায় তালবিয়া পাঠ করা।

আপনার আশা থাকবে যে, আপনার যেন ঐ সৌভাগ্য হয় যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা এতদ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব (পাপের) কাফফারা হয়ে যায়, আর মকবুল হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত ছাড়া কিছুই না । (মুসলিম)

অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃযে ব্যক্তি এই ঘরের (বাইতুল্লাহ) হজ্জ করবে এবং অশ্লীলতা ও পাপাচার করবে না,সে এমন(নিস্পাপ অবস্থায়) ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন ঐ।(বুখারী ও মুসলিম)

হাঁ, এমনই হওয়া উচিত আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর এমন হওয়া উচিত নয় যে, কেউ আপনাকে বলবে "অমুক হাজী" অথবা কেউ আপনার প্রশংসা করবে, বরং এখানে যা কিছু উদ্দেশ্য হতে পারে তাহলো আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

দ্বিতীয় আদব
ইবাদতের অনুভূতি

হজ্জের কাজ পুরোটা হল (তাওহীদ) একত্ববাদ। হাজীর নিয়ত থেকে শুরু করে

হজ্জ সম্পন্ন করে নিজ দেশে ফেরত আসা পর্যন্ত এর প্রত্যেকটি বিধান, চলা- ফেরা ও অবস্থান এসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। সম্মানিত হাজী সাহেব, যখন এই অনুভূতি দিয়ে আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করবেন তখন আপনি আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়ী হওয়ার অনুভুতি লাভ করবেন এবং পূর্ণ আনুগত্য অনুভব করবেন, তখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে আপনার মন, আপনার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আপনার অনুভূতি, আপনার জীবন পুরোটা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের দাসত্বে রয়েছে । আর তখনই আপনার হৃদয় এই হজ্জের উপকার লাভ করবে । আর এতে করে আল্লাহ্‌র কাছে আপনি হবেন মাকবুল হাজীদের একজন । আপনি কি দেখেছেন ঐ হাজীকে যিনি হজ্জের বিধানসমূহ শুরু করছেন আল্লাহ্‌র ভয়, তালবিয়া পাঠ ও

আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের সম্মান ঘোষণা করার মাধ্যমে? এ হাজী কি সমান হতে পারে ঐ হাজীর সাথে যিনি তালবিয়া পাঠ করছেন ও হজ্জের বিধানসমূহ আদায় করছেন দুনিয়ার অন্যান্য কাজের মতই?? এই দু'জন হাজী কোন ভাবেই এক রকম হতে পারে না। আপনি যদি ইবাদত ও আল্লাহ্‌র আহবানে সাড়া দেয়ার অনুভূতি উপলব্ধি করে থাকেন তাহলে রাস্তায় সফরের এই কষ্ট, ভীড়ের বিরক্তি এবং ব্যয়ভার জটিলতা আপনার কাছে নিশ্চিত সহনীয় মনে হবে ।

তৃতীয় আদব
হালাল সম্পদ নির্বাচন করা

সম্মানিত হাজী সাহেব, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এ গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি আমার সাথে গভীর ভাবে

ভাবুন, তিনি বলেছেনঃ "যখন হাজী উত্তম সম্পদ (হালাল সম্পদ) নিয়ে বের হয় এবং তার বাহনে পা রাখে, আর তালবিয়া পাঠ করে" লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" (আমি হাজির হে আল্লাহ্ আমি হাজির) তখন আসমান থেকে আহবানকারী আহবান করে বলেঃ “লাব্বাইকা লাব্বাইক ওয়া সা’দাইক, যা’দুকা হালাল, ওয়া রা’হিলাতুকা হালাল, ওয়া হাজ্জুকা মাবরুর গাইরে মা’যূর”(হাজির, হাজির, তুমি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবান), তোমার পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ সাওয়াবপূর্ণ এবং পাপমুক্ত)। আর যখন হাজী অপবিত্র হারাম পাথেয় (হারাম সম্পদ) নিয়ে বের হয়,এবং তার বাহনে পা রাখে, এ অবস্থায় যখন লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক(আমি হাজির হে আল্লাহ্ আমি হাজির) তালবিয়া পাঠ করে,তখন আসমান

থেকে আহবানকারী আহবান করে বলেঃ"লা লাব্বাইক ওয়ালা সা'দাইক, যা'দুকা হারাম, ওয়া রা'হিলাতুকা হারাম, ওয়া হাজ্জুকা মা'যূর গাইরে মাবরুর"(হাজির নেই,হাজির নেই,তুমি সৌভাগ্যবান নও, সৌভাগ্যবান নও, তোমার পাথেয় হারাম, তোমার বাহন হারাম, তোমার হজ্জ পাপপূর্ণ এবং মাকবুল নয়) (ত্বাবর

হাঁ...প্রশ্ন,কি জন্যে প্রথম জন কবুলের মাধ্যমে জয়ী হয়েছেন আর দ্বিতীয় জনের হজ্জ তাঁর মুখের উপর ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে?? উত্তরঃ কেননা প্রথম জন সারা জীবন হারাম সম্পদ থেকে দূরে থেকেছেন, আর বিশেষভাবে হজ্জের খরচের বেলায়। আর দ্বিতীয় জন সুদ, ঘুষ, আত্মসাৎ ও অবৈধ পণ্যের মূল্যের মাধ্যমে হারাম অর্জন করেছেন। আর তা থেকে হজ্জের খরচ গ্রহণ

করেছেন। কাজেই হজ্জের খরচের উৎস হারাম হলে হজ্জ করার পূর্বেই এটা হজ্জ পালনকারীর হজ্জ নষ্ট করে দেয়। সুতরাং হাজী সাহেব, আপনার উচিৎ হারাম সম্পদ পরিত্যাগ করে খরচের জন্য বরকতময় হালাল সম্পদ নির্বাচন করা।

চতুর্থ আদব
তাওবা

সম্মানিত হাজী সাহেব,আপনি আপনার জীবনের বড় একটি পরিবর্তনের সম্মুখীন। আপনি হজ্জ আদায়ে আগমন করেছেন, আর তা যদি মাকবুল হয়ে যায় তাহলে আপনি আপনার গুনাহ থেকে এমনভাবে নিস্পাপ হয়ে ফেরত আসবেন যেমনভাবে আপনার মা আপনাকে নিস্পাপ জম্ম দিয়েছিলেন। মাকবুল তাওবার মাধ্যমে আপনার বিগত জীবনের সমস্ত গোনাহ মুছে

যাবে। আর এত বিশাল বড় একটি পরিবর্তন আপনি পাচ্ছেন তা কতই না চমৎকার,আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ.

অর্থঃহে মুমিনগন! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

সকল অবস্থায় মুমিনগন তাওবার নির্দেশপ্রাপ্ত, আর এসকল অবস্থায় তো অবশ্যই বিশেষভাবে বিবেচিত। আর হবে সমস্ত গোনাহ ও নাফরমানী বর্জনের মাধ্যমে।এগুলো একেবারে ত্যাগ করার মাধ্যমে এবং সেই সাথে জীবনে বিগত পাপের ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া, তা জীবনে পুনরায় না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা এবং যে সমস্ত মানুষের সম্পদ ও ইজ্জতের উপর

যুলুম করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দিয়ে এসমস্ত বিষয়াদি মিটমাট করে নেয়ার মাধ্যমে ।

সম্মানিত হাজী সাহেব,আপনি যদি এ মহান হজ্জে আগমন কালে তা করে থাকেন তাহলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোন ভাবেই হজ্জ কবুল হওয়া থেকে মাহরুম হবেন না।

পঞ্চম আদব
নেককারের সাহচর্য নির্বাচন করা

আপনার কবুল হজ্জের সুসংবাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহযোগী হল নেককার ব্যক্তির সাহচর্য, আর তা আপনাকে কল্যাণের দিকে পথ দেখাবে এবং ঐ বিষয়ে আপনাকে সহযোগিতা করবে।আর নেককার ব্যক্তিরাই হবেন কবুল হজ্জের সফরে আপনার সবচেয়ে উত্তম সহযোগী।

কবুল হজ্জের সফরে আপনার সবচেয়ে উত্তম সহযোগী।

এটি এমন সাহচর্য.. যার মাধ্যমে হজ্জের প্রত্যেকটি বিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাতি পথে চলতে পারবেন এবং কল্যাণের সকল ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখাবে। এটি এমন সাহচর্য্য.. যা হজ্জের সফরে আপনাকে অহেতুক কাজ, বাতিল কথা বার্তা ও হারাম কাজে লিপ্ত থেকে হজ্জের মহা মূল্যবান সময়কে নষ্ট হতে দিবে না।

এটি এমন সব লোকের সাহচর্য.. যাঁরা আপনাকে আপনার হজ্জের কার্যাবলীতে বিচ্যুতি ও বিদআত থেকে রক্ষা পেতে উৎসাহ প্রদান করবেন, আপনাকে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করা শিখাবেন এবং আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সীমারেখা সম্পর্কে অবহিত করবেন,সফরের আদব ও

হজ্জের নির্ধারিত দোয়া মেনে চলাবেন।এবং এ বিষয়ও অবহিত করবেন যে, আপনারা হলেন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ও মেহমান,সুতরাং বাতিল, অহেতুক কাজ ও বিশৃঙ্খলার দ্বারা এই সুমহান মর্যাদাকে নষ্ট করবেন না । সৎ সাহচর্য্যের মাধ্যমে এমন হজ্জ সম্ভব যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যায়, হাঁ, তাঁরা কাফেলার সঙ্গী হোন বা না হোন, এমন সব মানুষের সাথেই হজ্জ করা উচিত।

ষষ্ঠ আদব
হজ্জের আহকাম জানা

সম্মানিত হাজী সাহেব ! মকবুল হজ্জ লাভ করার জন্য আপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে হজ্জের আহকাম জানা। যাতে করে সঠিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা সহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারেন, এবং হজ্জ নষ্ট হয়ে যায় এমন কোন ভুল আপনার দ্বারা না ঘটে । এ কাজে

আপনাকে যা সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করতে পারে তা হল নির্ভরযোগ্য আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করা,যেসব আলেম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। সেই সাথে হজ্জের আহকাম সম্বলিত এমন সব কিতাব পাঠ করা যার মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত নিয়মে ও কো'রআন সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণাদি সহ হজ্জের আহকামঃ ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহ উল্লেখ রয়েছে, এবং বিদআত ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ও বর্জনীয় ব্যাপারে দিকনির্দেশনা রয়েছে ।

সপ্তম আদব
ধৈর্য্য

ধৈর্য্য... মু'মিনের সবচেয়ে বড় গুণ, এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থঃ বস্তুত,ধৈর্য্য ধারণকারীগণ তাদের পুরস্কার পাবে অগণিত।

ধৈর্য্য যদি মুমিনের সারা জীবনের সঙ্গী হয়,তাহলে হজ্জের সময় পরিপূর্ণ ভাবে তা প্রকাশ পায়।

সত্যবাদী মু'মিন হাজী সফরের কষ্ট ক্লান্তি সব কিছু সহ্যে নিজেকে অভ্যস্ত করবেন। আর এটা আল্লাহ্‌র কাছে ঐ ব্যক্তির সাওয়াবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব তিনি আবহাওয়ার গরম, খাদ্য সংকট, দীর্ঘ

রাস্তা,এসব দেখে থেমে যাবেন না।এবং কোন কষ্ট, খোঁটা বা মানসিক সঙ্কীর্ণতা, মুখ বা হাত দ্বারা অন্য মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার কারণে তার আমল সমুহ নষ্ট হয় না। এমনকি মানুষের ভিড়,একের পর এক হজ্জের কার্যাবলী ও আহকাম আদায় করার ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম হয় তাতে তিনি কষ্ট মনে করেন না । কেননা তিনি কোন প্রমোদ-ভ্রমন বা বিনোদনে যান নি। বরং তাঁর উদ্দ্যেশ হল মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর তিনি তাও জানেন যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য পালনে ধৈর্য্য হল ধৈর্য্যের সবচেয়ে বড় প্রকার। তিনি এটাও জানেন যে ধৈর্য্য হল সাওয়াব লাভের এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আর এজন্যেই তিনি ধৈর্য্য ধারণ করতেই থাকেন..করতেই থাকেন.. আর শুভ ফলাফল কেবল মুত্তাকীদের জন্য।

অষ্টম আদব
আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করা

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ
ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ.
অর্থঃ যে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে নিশ্চয় তা তার অন্তরের আল্লাহ ভীতির আলামত।

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করা হল প্রকৃত তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির প্রমাণ। হে সম্মানিত হাজী সাহেব,আপনি বড় উৎসাহ ও সম্মান-এর সাথে বাইতুল্লাহতে আগমনকারী,হজ্জে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করুন। আপনার অন্তরে এ গুলোর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করুন। আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ

করেছেন তা থেকে দৃষ্টি সংযত রেখে, তাঁর হারাম সমূহ পরিহার করে, মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সকল গুনাহ থেকে হেফাজতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করুন। যাতে করে আপনার হজ্জটি নিজের উপর পাপাচারের বোঝা না হয় ।

মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ, উত্তম চরিত্রের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের সম্মান করুন। আল্লাহ্‌র বান্দাদের কোন প্রকার কষ্ট না দিয়ে, মুসলমানদের আল্লাহ্‌র দিকে আহবান ও নসিহত করে, তাঁদেরকে দীনি বিষয়, আক্বিদা, ইবাদত ও লেনদেনের বিষয়াদি শেখানোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের সম্মান করুন ।

নবম আদব

উত্তম চরিত্র

আমার সম্মানিত হাজী ভাই,আপনার মধ্যে মহান গুণ (উত্তম চরিত্র) অর্জন করুন,কেননা তা হলো আপনার এ সুপ্রসন্ন সফরে আপনার কবুল হজ্জ ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম। উত্তম চরিত্র আপনাকে আপনার বাইতুল্লাহর হাজী ভাইদের প্রতি বদান্যতার উৎসাহ যোগাবে। ফলে আপনি হাজীদের মধ্যে দুর্বলদের সহযোগিতা,অভাবগ্রস্তদের অভাবপূরণ, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা, হারিয়ে যাওয়া হাজীদের পথ দেখানো,অসুস্থদের চিকিৎসা এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা ও সহানুভূতিশীল হবেন ।

আপনি তাঁদের কোন কষ্ট না দিয়ে, তাঁদের সাথে ভিড়ে চাপাচাপি না করে,তাঁদের

অপরাধে ধৈর্য ধারণ ও অজ্ঞদের ভুল-ভ্রান্তিতে ধৈর্যশীল থেকে, তাঁদের মাধ্যমে কষ্টে সহ্য করে,আপনার চেহারায় সন্তুষ্ট চিত্ত হাসি ও বাকপটুতার মাধ্যমে সদাচারণ করবেন। আর উত্তম চরিত্র কল্যাণের সকল দরজাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেটি সঠিক হবে যদি হজ্জের কাজগুলো ধীর- স্থির ভাবে করা হয়, তাড়াহুড়া করা নয়। আর আপনার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করবেন যা আপনি আপনার নিজের জন্যে পছন্দ করেন। অপরদিকে যে হাজী তাঁর বিভিন্ন কাজ তাড়াহুড়া ও জলদী করতে চান,এমন হাজী মানুষের মাঝে ভিড় তৈরী করেন, নিয়মকানুন সমূহ ভঙ্গ করে থাকেন , দুর্বল এবং সমস্যাগ্রস্তদের প্রতি দয়া করেন না। বরং হজ্জের বিধান আদায়ে ঐ ব্যক্তি শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এসব হাজীদের

উত্তম চরিত্র বলে কিছু নেই,অথচ মাকবুল হজ্জ উত্তম চরিত্রেরই ফসল।

দশম আদব
নতুন জীবন শুরু করার দৃঢ় অঙ্গীকার

হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব ও কবুল হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে হল আপনার হজ্জের নিয়ত করার মুহূর্ত থেকে দেশে ফেরত আসা পর্যন্ত হজ্জের পর নতুন জীবন শুরু করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। এবং হজ্জের পর আপনার জীবন যেন আগের জীবনের মত না হয়। নিশ্চয় ঐটাই হচ্ছে হজ্জ কবুল হওয়ার রহস্য। এবং এই বিশাল পরিবর্তনের প্রভাব তাদের মনেই হয় যাদের আল্লাহ্ তা'আলা কবুল হজ্জের মাধ্যমে সম্মানিত করেন ।

যে হাজী সাহেব হজ্জের পূর্বে নামায ছেড়ে দিতেন,হজ্জের পর তিনি জামাত ছাড়া নামায আদায় করবেন না,যে হাজী সাহেব হজ্জের পূর্বে হারাম কাজ করতেন, হজ্জের পর তিনি আর সে হারাম কাজের কাছেও যাবেন না, যে হাজী আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বাবা মাকে কষ্ট দেন, হজ্জের পর দেখবেন তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং বাবা মার প্রতি সবচেয়ে সদাচারণকারিদের একজন,যে হাজী হারাম কিছু শুনতেন এবং দেখতেন, হজ্জের পর তিনি এগুলোকে অপছন্দ করবেন এবং এগুলো থেকে তিনি অনেক দূরে থাকবেন। যে হাজী মিথ্যা বলতেন ও প্রতারণা করতেন, হজ্জের পর আর তিনি এমন থাকেন না, এমনিভাবে চলতে থাকে । আর যে হাজী পুনরায় হারাম কাজে ও কবিরা গোনাহতে ফিরে যান, তাঁর অবস্থা এমন, যেন তাঁর

কিছুই ঘটেনি। এমনিভাবে তিনি বিশালভাবে বঞ্চিত হলেন ।

আল্লাহ্ আমাদের আনুগত্যসমূহ কবুল করুন, আমাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং তাঁর কাছে মাকবুলদের মধ্যে রাখুন!

পরিশেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবাগণের উপর আল্লাহ রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন।

প্রকাশকঃ

গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক উপ- মন্ত্রণালয়
দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
সৌদি আরব
পোষ্ট বক্স- ৬১৮৪৩,
পোষ্ট কোড- ১১৫৭৫
রিয়াদ
ফোনঃ ০০৯৬৬১১৪৭৩৬৯৯৯
ফ্যাক্সঃ ০০৯৬৬১১৪৭৩৭৯৯৯
ই- মেইলঃ info@islam.org.sa